ব্যবসায়ী কিশোর চৌধুরী আগরওয়ালার পরলোক গমন

মেহেরপুর আগরওয়ালা বস্ত্রালয়ের মালিক কিশোর চৌধুরী আগরওয়ালা
(৬৫) পরলোক গমন করেছেন।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে বড় বাজারস্থ নিজ বাসভবনে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে জটিল ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। তিনি বড়বাজারের আগরওয়ালা বস্ত্রালয় স্বত্বাধিকারী জয় নারায়ণ আগরওয়ালার ছোট পুত্র ও জেলা শিল্প ও বনিক সমিতির সাবেক সহ- সভাপতি বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্যাম সুন্দর আগরওয়ালার ছোট ভাই। তিনি স্ত্রী এক পুত্র ও এক সন্তান কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।

প্রয়াত কিশোর চৌধুরী আগরওয়ালের চাচাতো ভাই ডা: জে পি আগরওয়ালা জানান, তার ছেলে লন্ডনে এবং মেয়ে নেপালে আছে!। তারা আসার পর আগামী বৃহস্পতিবার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে। ততক্ষণ মরদেহ ফ্রিজিং গাড়িতে রাখা হবে।

বহিস্কৃত এএসআই রুবেল-ইমা দম্পত্তির ভয়াবহ প্রতারণা!

ভয়ঙ্কর এক প্রতারক দম্পত্তির ফাঁদে পড়ে নি:স্ব প্রায় দেড় শতাধিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যেক্তা । পুলিশ লাইনের রেশনের ব্যবসা ও ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে লাভ দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে প্রায় এক বছর ধরে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে প্রতারক দম্পত্তি রুবেল শেখ ও তানিশা ইয়াসমিন ইমা। রুবেল শেখ পুলিশের এএসআই পদমযর্যাদার কর্মকর্তা ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর মামলায় তিনি বহিস্কৃত হয়েছেন। মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ায় তাদের বসবাস।

তাদের এ কর্মকাণ্ডে সহযোগীতা করেছেন সুমন হোসেন নামের পুলিশের এসআই পদমযর্যাদার এক কর্মকর্তা, স্থানীয় যুবলীগ নেত্রী হাসিনা

সাধারণ মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা দ্রুত তদন্ত করে এ চক্রের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ—পুলিশ সদস্যের নাম জড়ানো থাকায় কেউই প্রথমে সন্দেহ করেননি। এখন পুরো এলাকা অর্থনৈতিক ক্ষতির ঝুঁকিতে পড়েছে বলে জানান তারা।

মেহেরপুরে ব্যবসার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে একজন গ্রেফতার

পার্টনারশিপ ব্যবসার নামে কোটি টাকার বেশি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মোঃ জুলু মিয়া (৫৩) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের আকুল শেখের ছেলে।

এর আগে তার বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার কুলপালা গ্রামের শাহ্ আল ইমরান (৪০) থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

অভিযোগে বলা হয়, বাদী শাহ্ আল ইমরান ব্যবসায়িক পার্টনারশিপের নামে বিভিন্ন সময়ে বিবাদী জুলু মিয়ার হাতে মোট ১ কোটি ৪ লাখ টাকা প্রদান করেন। পরবর্তীতে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসার লভ্যাংশ ও হিসাব না দিয়ে জুলু মিয়া অর্থ আত্মসাৎ করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

অভিযোগের পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং গত শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অভিযান চালিয়ে নতুন বাস টার্মিনাল থেকে জুলু মিয়াকে আটক করে। আসামিকে আদালতের মাধ্যমে হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় পালাগানের আসরে চলছে রমরমিয়ে মাদক ব্যবসা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় গ্রামে গ্রামে কালু গাজীর পালাগানের অনুষ্ঠানে রমরমিয়ে চলছে মাদক ব্যবসা।

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বাংলার ঐতিহ্যবাহী ‘গাজীর মান্নত গানের’ অনুষ্ঠানে একদল অসাধু মাদক ব্যবসায়ী মাদক বিক্রির সুযোগ নিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

আলমডাঙ্গা ও আশপাশের এলাকায় কালু গাজীর মান্নত গানের প্রতি মানুষের গভীর বিশ্বাস রয়েছে। দুরারোগ্য ব্যাধি, মামলা-মোকদ্দমা বা বিপদাপদ থেকে মুক্তির আশায় অনেকে মান্নত করে থাকেন। মান্নত পূর্ণ হলে গাজীর পালাগানের আসর বসিয়ে খাসি জবাই করে রান্না করে অতিথিদের আপ্যায়ন করেন।

এই আসরকে কেন্দ্র করে একদল মাদক ব্যবসায়ী গোপনে মাদক বিক্রি করছে। প্রশাসনের নজর এড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে এসব ব্যবসা চলছে বলে জানা গেছে। গতকাল বেলগাছি বাগানপাড়ায় সরেজমিনে দেখা গেছে মাদকসেবী ও বিক্রেতাদের আড্ডা। উঠতি বয়সী তরুণরা ক্রমেই মাদকের কবলে পড়ছে।

স্থানীয়রা জানান, গাজীর গানে ভিড়ের সুযোগ নিয়ে মাদকচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অন্ধকার ও জনসমাগমের সুযোগ কাজে লাগিয়ে মাদক বিক্রি চলছে। এলাকাবাসী মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

ঝিনাইদহে আদালতের নির্দেশ অমান্য করে দখলে রেখেছে ব্যবসা

প্রতিষ্ঠান

ঝিনাইদহ শহরের শেরে বাংলা সড়কে দোকান হস্তান্তর নিয়ে ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে আদালত ও সেনাবাহিনীর আদেশ অমান্য করার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, ভবনের বর্তমান মালিক একেএম মাসুদুল আলম লিপনের কাছে দোকানঘর হস্তান্তর করতে দীর্ঘদিন ধরে তালবাহানা করছেন ভাড়াটিয়া কাজী দাউদ হোসেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, একেএম নুরুল আলম তার মালিকানাধীন জমিতে একটি ভবন নির্মাণ করেন এবং তাতে তিনটি দোকানঘর স্থাপন করে তা ভাড়া দেন কাজী দাউদ হোসেনকে। সেখানে তিনি ‘জাকির হার্ডওয়ার’ নামে ব্যবসা চালু করেন। ২০০১ সালে একেএম নুরুল আলমের মৃত্যু হলে তার ছেলে একেএম মাসুদুল আলম লিপন ওয়ারিশ সূত্রে ভবনটির মালিক হন।

পরবর্তীতে মালিক লিপন দোকানঘর হস্তান্তরের জন্য দাউদ হোসেনকে একাধিকবার অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি নানা অজুহাতে বিষয়টি এড়িয়ে যান। অভিযোগে আরও বলা হয়, দাউদ হোসেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর নাম ব্যবহার করে মালিককে ভয়ভীতি দেখান।

ভোক্তার অভিযান, গাংনীতে দুই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিষ্ঠানে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও ভোক্তাদেরকে প্রতারিত করে পণ্য বিক্রির দায়ে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ও গাংনী পৌরশহরে অধিদপ্তরের মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক মো: মামুনুল হাসান এ

অভিযান পরিচালনা করেন।

দণ্ডিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দু’টি হলো- বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মেসার্স মিজান ব্রাদার্সের মালিক রুবেলকে ১৫ হাজার টাকা এবং গাংনী পৌর শহরের মেসার্স আকমল স্টোর এ্যান্ড গিফট কর্নারের মালিক আকমল হোসেনের নিকট থেকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনীর বাঁশবাড়িয়া গ্রাম ও গাংনী বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনাকালে দুটি প্রতিষ্ঠানকে নকল গনি গুল বিক্রিসহ বেশকিছু কসমেটিক্স পণ্যের তদারকি করা হয়। এসময় মেসার্স মিজান ব্রাদার্স নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে প্রচুর নকল গনি গুল ও কোম্পানির নাম বিহীন শিশু খাদ্য পণ্য জব্দ করা হয়।

আকমল কসমেটিক্সে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষিত তালিকার ১৭ টির মধ্যে প্রায় ১৩ টি পণ্য পাওয়া গেছে। ওই অপরাধে প্রতিষ্ঠান দু’টিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারায় ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সেই সাথে প্রতিষ্ঠান দু’টিকে মনিটরিং করে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়। সে সাথে আগামী দুই দিনের মধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত মালামাল দোকান থেকে সরিয়ে ফেলার নির্দেশনা দেওয়া হয়। তিন বছর যাবত শিশু খাদ্য বিক্রি করলেও নেই কোন বৈধ কাগজপত্র। আগামী বুধবারের মধ্যেই শিশু খাদ্য বিক্রির আবেদন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অভিযানে মেহেরপুরের নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্যানিটারি কর্মকর্তা মশিউর রহমান এবং জেলা পুলিশের একটি টিম অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

মেহেরপুর কৃষি বিভাগের উদাসিনতায় মানহীন কীটনাশক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কাছে যারা কীটনাশক নিতে আসে, তাদের “মার্সাল এগ্রোভেট কেমিক্যাল ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লি:” এর য়োকরাল নামক কীটনাশক দেই। তবে যাদেরই ওই কীটনাশক দিয়েছি, তাদেরই খেতে সমস্যা হয়েছে।

আমি কোম্পানির প্রতিনিধিকে জানাইছি। তারা এসে ওই কীটনাশক নিয়ে গেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য।’ “মার্সাল এগ্রোভেট কেমিক্যাল ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লি:” এর টেরিটরি অফিসার আসাদুল ইসলাম বলেন, এখন পর্যন্ত আমার কাছে এলাকার ২০ জান কৃষক তাঁদের ৩৩ বিঘা জমির পেঁয়াজ ক্ষেত নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ দিয়েছেন। আমি বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের জানালে কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় থেকে কয়েকজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন। ক্ষতিগ্রস্থ পেঁয়াজ চাষীয়দের সাথে কথা বলেছেন এবং পেঁয়াজের স্যাম্পল পরিক্ষার জন্য নিয়ে গেছে। কৃষি কর্মকর্তা ডিডি বিজয় কৃষ্ণ হালদার বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। আমাদের কাছে কৃষকেরা অভিযোগ করেনি। কৃষকরা কার পরামর্শে এসব কীটনাশক জমিতে প্রয়োগ করে থাকে এটা আপনি আমাকে বলতে পারেন? সাংবাদিককে উল্টো প্রশ্ন করেন ডিডি। কীটনাশক দোকান পরিদর্শন করে মাসে অন্তত দুটি নমুনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ে (প্লান্ট প্রটেকশন) পাঠানোর কথা সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তাদের, এটা পাঠানো হয় কিনা।

এমন প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, এটা উপজেলা কৃষি অফিসের দায়িত্ব আমার না। উপজেলা কৃষি অফিসার আপনার আয়ত্বের মধ্যে পড়ে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রতিবেদকের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। পরে বলেন, এধরণের প্রশ্ন করলে আমার সাথে কথা বলবেননা, বলেই কলটি কেটে দেন এই কৃষি কর্মকর্তা। এদিকে হাতে গোনা কয়েকটি কীটনাশক কোম্পানী ছাড়া অধিকাংশ মানহীন বালাইনাশকের (পেস্টিসাইড) কারণে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন এলাকার কৃষককুল। আবার ডিলারনির্ভর ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত মুনাফার আশায় মানহীন বালাইনাশক (পেস্টিসাইড) ভুল ব্যাক্ষা দিয়ে কৃষকদের মাঝে বিপনন করছেন।

দোকান পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তাকে মাসে অন্তত দুটি নমুনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ে (প্লান্ট প্রটেকশন) পাঠানোর কথা বলা হলেও সে নিয়মের পথে হাঁটছেন না কৃষি অফিস। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফসল আবাদের পরিধি ও ধরন বদলে গেছে। বেড়েছে ফসলের জন্য ক্ষতিকর রোগজীবাণু ও কীটপতঙ্গ।

এসব দমনে কৃষক বালাইনাশকের ব্যবহারও বাড়িয়েছেন। আর এই সুযোগে কোম্পানিগুলো কাটছে কৃষকের পকেট। কৃষিতে কীটনাশক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে শক্ত নজরদারি দরকার বলে মনে করেন তারা।

চুয়াডাঙ্গায় কালু’র হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা রেলবাজারে অবস্থিত সুনামধন্য কালুর হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। কর্মচারীরা টয়লেট শেষে হাত না ধুয়েই খাবার তৈরি করা, যত্রতত্র নোংরা ও মাছিতে ভরপুর মেঝেতে রান্না করা ও বিভিন্ন রেডি খাবার খোলা অবস্থায় রাখাসহ বিভিন্ন অপরাধে কালুর হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন জেলা টাস্কফোর্স কমিটি ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ রোববার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, অভিযানে মেসার্স কালু হোটেল নামক প্রতিষ্ঠানে আগে সতর্ক করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আজ তদারকিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও প্রক্রিয়ায় খাবার তৈরির প্রমাণ পাওয়া যায়। হোটেলের স্যানিটারি লাইসেন্স না থাকা, কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ না থাকা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানা, নোংরা জিনিসের পাশে রেডি খাবার উন্মুক্ত রাখা পাওয়া যায়।

এছাড়া কর্মচারীরা টয়লেট শেষে হাত না ধুয়েই খাবার তৈরি করছেন। যত্রতত্র নোংরা ও মাছিতে ভরপুর মেঝেতে রান্না করা ও বিভিন্ন রেডি খাবার খোলা অবস্থায় রাখা হয়েছে। অস্বাস্থ্যকরভাবে খাবার পণ্য তৈরি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিক্রির অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শহিদুল ইসলাম কালুকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এসময় পুনরায় তাকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার তৈরির বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতায় জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, ছাত্র প্রতিনিধি মুশফিকুর রহিম, ক্যাব প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম ও ওয়ারেন্ট অফিসার মাসুদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চৌকস টিম।

চার ব্যবসায়ীকে ২০ লাখ টাকা জরিমানা, বিভিন্ন মেয়াদে সাজা

মেহেরপুরে ভেজাল গুড় বিক্রির অভিযোগে চার গুড় ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও জরিমানা করেছে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত।

আজ বুধবার (২ অক্টোবর) বিকালের দিকে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের বিচারক বেগম শারমিন নাহার এই রায় দেন।

এরা হলেন, গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজার এলাকার আবু বক্করের ছেলে ও মের্সাস ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকার হাবিবুর রহমান, আলিমুদ্দিনের ছেলে আবু বক্কর, গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের আবু মণ্ডলের ছেলে দুলাল হোসেন ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা দৌলতখালী গ্রামের হেরেজ মন্ডলের ছেলে জিয়াউর রহমান জিয়া।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানেটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলামের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের ওয়াবদা সড়কে ও শহরের স্টেডিয়ামপাড়া এলাকার গুড়ের আড়তে পৃথক অভিযান চালিয়ে উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদবিহীন ৪০ টিন গুড জব্দ করেন। পরে এ ঘটনায় ওই সময়ে বিশুদ্ধ খাদ্য আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়, এবং জব্দকৃত গুড় রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়।ঢাকাতে পরীক্ষা নিরীক্ষা পর ওই গুড়ে ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে।

এঘটনায় বিজ্ঞ আদালত বিশুদ্ধ খাদ্য আইন ২০১৩ এর ৩/৪ এর ২৬ ধারায় দোষ স্বীকার করায় গুড় ব্যবসায়ী আবু বক্করকে ১ বছর কারাদণ্ড এবং ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায় আরো ১ বছরের কারাদণ্ড ও একই আইনের

৪১ ধারায় ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের জেল, হাবিবুর রহমানকে ২/২৪ এর ২৬ ধারায় ১ বছরের জেল, ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায় আরো ১ বছরের জেল ও ৪১ ধারায় ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায় আরো ৬ মাসের জেল, আবু বক্করকে ৩ লক্ষ টাকা জরিমান, অনাদায়ে ১ বছরের জেল ও ৪১ ধারায় ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদাযে আরো ৬ মাসের জেল এবং দুলালকে ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১ বছরে জেল ও ৪১ ধারায় ১ লক্ষ টাকা জরিমানা ৬ মাসের জেল দেওয়া হয়।

এছাড়া অপর আসামি জিয়াউর রহমান জিয়াকে একই আইনের ২৬ ধারায় ৩ লক্ষ টাকা জরিমান, অনাদায়ে ১ বছরের জেল ও ৪৩ ধারায় ১ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাসে জেল দেওয়া হয়েছে।
এসময় মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানেটারী অফিসার তরিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বসুন্ধরা সিমেন্টের খুচরা ব্যবসায়ীদের নিয়ে হালখাতা

বসুন্ধারা গ্রুপ সিমেন্ট সেক্টরের ডিজিএম পলাশ আক্তার বলেছেন, ব্যবসায়ী হিসেবে আপনারা মুনাফা করবেন। সেই মুনাফা যেনো ভাল জিনিস বিক্রি করেই আসে। আপনারা দেশ ও দেশের মানুষের কল্যানে ব্যবসা করবেন।

আজ বুধবার (৮ জুন) বেলা ৩ টার সময় গাংনীতে বসুন্ধরা সিমেন্ট ডিলার মেসার্স থ্রি আই এন্টারপ্রাইজ এর হালখাতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আপনার বন্ধু, আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা আপনার কাছ থেকে মালামাল কিনে থাকেন। তাই আপনাকে সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে তাদের কাছে আস্থা অর্জন করতে হবে। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি আপনাদের(ব্যবসায়ীদের)দায়বদ্ধতা আছে। বসুন্ধরাগ্রুপের প্রতিটি পণ্য বাজারের সেরা। বিএসটিআয় কর্তৃক মান নিয়ন্ত্রিত। ভাল সিমেন্ট

বলেই আপনারা গ্রাহকদের কাছে সিমেন্ট বিক্রি করুন। বিল্ডিং কোড মেনেই বাড়ি বানানোর পরামর্শ দেবেন। দায়ীত্ববোধের যায়গা থেকেই ভাল জিনিস বিক্রি করবেন।

গাংনীর মেসার্স থ্রি আই এন্টারপ্রাইজের স্বতাধিকারী মো: আরিফ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হালখাতা অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বসুন্ধরা গ্রুপ, সিমেন্ট সেক্টরের কুষ্টিয়া ডিভিশনাল (ডি.এস.আই) মোঃ জাফরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া এ.এস.এমমোঃ মামুন শিকদার ।

বসুন্ধারা গ্রুপ সিমেন্ট সেক্টরের টি.এস.এম মো: মাসুদ ছালা উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেসার্স থ্রি আই এন্টারপ্রাইজের অপর স্বতাধিকারী হুমায়ন কবীর ও নাজমুল হুদা ও গাংনী পৌর সভার ইঞ্জিনিয়ার শামীম রেজা উপস্থিত ছিলেন।

এলাকার ৫ জন শ্রেষ্ট বিক্রেতাকে কোম্পানি প্রদত্ত উপহার ও অন্যান্যদের সাধারণ উপহার প্রদান করা হয়। হালখাতা অনুষ্ঠানে এলাকার মোট ৪০ জন খুচরা বিক্রেতা উপস্থিত।